



279190 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম য়ে হাদিসিগলো মুখস্থ করার নরিদশে দয়িছেনে সগেলো জানতে আগ্রহী

প্রশ্ন

আপনি আমাদরেকে ঐ হাদিসিগলো লখিে জানাবনে, য়ে হাদিসিগলোর ভাষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে সয়ে হাদিসিগলো মুখস্থ করা তলব করছেনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

সুন্নাহ্ হচ্ছে- শরয়িত তথা ইসলামী আইনরে প্রধান উৎস। কুরআনে কারীমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কছি নিয়ে এসছেনে তার সব কছি আঁকড়ে ধরার নরিদশে দয়ো হয়ছেে।

আল্লাহ তাআলা বলনে: “রাসূল তমোাদরেকে যা কছি দনে, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নযিধে করনে, তা থেকে বরিত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নশিচয় আল্লাহ কঠরে শাস্তদিাত।”[সূরা হাশর, আয়াত: ০৭]

এ কারণে গোটো সুন্নাহ্ৰ যতটুকু সম্ভবপর হয় ততটুকু মুখস্থ করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা এসছেে; এক হাদিসি বাদ দয়িে অপর হাদিসি মুখস্থ করা- এমনটি নয়।

যায়দে বনি সাবতে (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছেি তিনি বলনে: “আল্লাহ সয়ে ব্যক্তরি চহোরা উজ্জ্বল করুন, য়ে আমার কোন একটি হাদিসি শুনছেে, তা সঠিকভাবে মনে রেখেছেে এবং এক পর্যায়ে তা অন্যরে নকিট পটৌছেে দয়িছেে। অনকে প্রজ্ঞার বাহক যার কাছে প্রজ্ঞা পটৌছয়িে দয়ে সয়ে তার চয়েেও বর্শেি প্রজ্ঞাবান। অনকে প্রজ্ঞার বাহক নজিে প্রজ্ঞাবান নয়।”[ইমাম তরিমযি (২৬৫৬) হাদিসিটি সংকলন করনে এবং বলনে: এ অর্থবোধক হাদিসি আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ), মুয়ায বনি জাবাল (রাঃ), জুবাইর বনি মুতইম (রাঃ), আবুদ দারদা (রাঃ), আনাস (রাঃ) প্রমুখ থেকেেও বর্ণতি আছে। যায়দে বনি সাবতে এর হাদিসিটি ‘হাসান’। হাদিসিটি ইমাম আবু দাউদ (৩৬৬০) ও সংকলন করছেনে। সহহি সুন্নাহ্ আবু দাউদ গ্রন্থে আলবানী হাদিসিটকি ‘সহহি’ বলছেনে]

এ বিষয়টি সুবদিতি য়ে, কোন একটি হাদিসি মুখস্থ করার গুরুত্ব সয়ে হাদিসিরে ভাষ্যে যা রয়ছেে সয়েটোর উপর নরিভর করে। যদি হাদিসিটির ভাষ্য ফরয-ওয়াজবি কথিবা হারাম সংক্রান্ত হয় তাহলে সম্ভব হলে সয়ে হাদিসিটি জানা ও মুখস্থকরা মুসলমানরে



জন্য তাগদিপূরণ। এর পরে স্তরে গুরুত্ব পায় সুনান-শ্রণীর হাদসি; য়ে হাদসিগুলোতে মুস্তাহাব ও মাকরুহ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ববিত হয়।

প্রয়ি ভাই, এ কারণে একজন মুসলমানকে বধি-বধিান সংক্রান্ত হাদসিগুলো জানার প্রতি গুরুত্বারোপ করার উপদশে দয়ো হয়; য়ে হাদসিগুলো তার দরকার হয়। য়েমন- পবত্রিতার বধি-বধিান সংক্রান্ত হাদসি, নামায়ের বধি-বধিান সংক্রান্ত হাদসি, য়াকাতের বধি-বধিান সংক্রান্ত হাদসি যদি য়াকাত তার উপর ফরয হয়ে থাকে, হজ্জের বধি-বধিান সংক্রান্ত হাদসি... ইত্যাদি।

এ বিষয়ে প্রাথমিক স্তরে শকিয়ার্থীর জন্য সবচয়ে উপাদয়ে গ্রন্থ হচ্ছ- হাদসিরে হাফযে আব্দুল গনি আল-মাকদসিরি ‘উমদাতুল আহকাম’। পরে স্তরে রয়ছে হাদসিরে হাফযে ইবনে হাজারের ‘বুলুগুল মারাম’।

এ ছাড়া শষ্টিচার ও আখলাক সম্পর্কতি সাব্যস্ত হাদসিগুলো জানাও বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে উপাদয়ে বই হচ্ছ- ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ এবং নানাবধি উপাদয়ে বিষয় সমৃদ্ধ আরকেটি বই হচ্ছ- ইমাম নববরি ‘রয়াদুস সালহীন’।

যদি কোন প্রাথমিক স্তরে ছাত্র প্রথমতে ‘আল-আরবাসিন আন-নববী’, এরপর হাফযে ইবনে রজবের সম্পূরক গ্রন্থ মুখস্থ করে নেয় তাহলে সেটো ভাল। ইনশাআল্লাহ, এটা তার জন্য বড় কল্যাণকর হবে।

এ ধরণে হাদসিগুলো শব্দে শব্দে মুখস্থ করাটা উত্তম। যদি সেটো আপনার জন্য কঠনি হয়ে যায় তাহলে হাদসিরে ভাবটি আয়ত্ব করতে পারলে সেটাই যথেষ্ট। আলহামদু লিল্লাহ, এ হাদসিগুলোর ব্যাখ্যা সুলভ। আপনি চাইলে ইন্টারনেটেও খুব সহজে সেগুলো পতে পারনে।

কনিত্তু, কিছু কিছু হাদসি আছে য়েগুলো কোনরূপ পরিবর্তন না করে হুবহু শব্দে শব্দে মুখস্থ করা মুসলমানের কর্তব্য। সেগুলো হচ্ছ- দয়ো ও যকিরিরে হাদসিগুলো।

বারা বনি আযবি (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন তুমি ঘুমাতে যতে চাইবে তখন নামায়ের ওয়ুর ন্যায় ওয়ু করবে, এরপর ডান পার্শ্বে শয়ন করবে, এরপর বলবে:

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ،
اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

যদি তুমি সেই রাত মারা যাও তাহলে তুমি ইসলামের উপরে মারা গলে। এ দয়োগুলো যনে তোমার সর্বশেষ কথা হয়। বারা (রাঃ) বলেন: অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দয়োটি আবৃত্তি করে শুনচ্ছলাম। আমি যখন اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ এই পর্যন্ত পৌঁছলাম এরপর বললাম: وَرَسُولِكَ (এবং আপনার রাসূল এর প্রতি)। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: না; وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (এবং আপনার নবীর প্রতি; য়ে নবীকে আপনি প্ররণ



করছেন)। [সহি বুখারী (২৪৭) ও সহি মুসলামি (২৭১০)]

হাদসিরে হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

“‘নবী’ শব্দরে পরবির্তে ‘রাসূল’ শব্দ বলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন গুঢ় রহস্যরে কারণে ভুল ধরছেলিনে এর সবচয়ে উত্তম জবাব হচ্ছ: যকিরি-আযকাররে শব্দগুলো ‘তাওক্বফি’ (প্রতস্থাপনরে উর্ধ্ব); এগুলোর এমন কিছু বশেষিট্য ও গুঢ় রহস্য রয়েছে য়ে ক্ষতেরে ‘কয়্যাস’ (যুক্তি) অচল। তাই য়ে শব্দে যকিরিটি বর্ণতি হয়ছে ঠকি সয়ে শব্দে যকিরিটকি সংরক্ষণ করা আবশ্যকীয়।” [ফাতহুল বারী (১১/১১২) থেকে সমাপ্ত]

যকিরিরে সবচয়ে ভাল কতিব হচ্ছ- ইমাম নববীর ‘আল-আযকার’।

এই আলোকো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাদসিরে প্রতি গুরুত্বারোপ দতি হবো।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।